রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৪ সনের ১৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১৭, ২০১৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০১—২০৮
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬১—৪৯৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৪৫—৭১৯
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, পেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ০১-০৩-২০১৪ ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	১—১২

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৫৩.০০২.০১১.০০.০০.০২০.২০০৮-৩৯৪—রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর Memorandum and Articles of Association-এর বিধান অনুযায়ী জনাব এ. কে. এম. দেলোয়ার হোসেন, এফসিএমএ, পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা-কে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
কোম্পানী-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০/৯ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০২৮.১৩-৪৫৫—বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)-এর সহকারি প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (প্রশাসন), চলতি দায়িত্ব, ঢাকা টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (উত্তর), ঢাকা জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস জাইকা'র অর্থায়নে বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের LOT-A-এর খসড়া চুক্তি ও BoQ প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত ছিলেন। তিনি বিগত ১০-৩-২০১৩ তারিখে উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে লিখিতভাবে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site. www.bgpress.gov.bd

সরকারি কাজে অবহেলা এবং অসংগত কারণ দেখিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে অপারগতার অভিযোগে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধিতে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা দায়েরপূর্বক ৮-৯-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানো হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২২-১০-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং ২৭-১১-২০১৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়।

২। জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিকালে উল্লেখ করেন যে, ১০-৩-২০১৩ তারিখে পত্র প্রেরণের পূর্বেই ১৪-২-২০১৩ তারিখে তিনি "খসড়া চুক্তিপত্র" এবং ১৭-২-২০১৩ তারিখে MoU প্রণয়ন ও স্বাক্ষর করেন। TEC-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তিনজন সদস্যের comment এবং comment-এ নির্দেশিত বিজ্ঞ আদালতের রায় সম্পর্কে কমিটিতে কোন তথ্য না পাওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ব্যতিত dratf contract-এর শর্তের পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে তিনি ১০-৩-২০১৩ তারিখের পত্রে জানান। আদালতের নির্দেশ লংঘনের আশংকায় তিনি পরবর্তিতে কমিটির কাজ হতে বিরত থাকেন। এক্ষত্রে, তিনি দায়িত্ব পালনে কোন অপারগতা প্রকাশ করেন নাই। নিজ উদ্যোগে নয় বরং কমিটির পরিবর্তিত আহ্বায়ক পূর্বের প্রেরিত পত্রের বিষয়ে অবগত নন বলে জানালে তিনি পূর্বের পত্রের অনুলিপি ২৬-৬-২০১৩ তারিখে প্রেরণ করেছেন। জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস তাঁর লিখিত বক্তব্যে আরও বলেন যে, successful bidder কর্তৃক notification of award গ্রহণ করার পরও currency of payment পরিবর্তনের দাবি উত্থাপিত হওয়ায় তিনিসহ কমিটির উপস্থিত চারজন সদস্যই এ ধরণের কোন পরিবর্তনের ক্ষমতা কমিটির না থাকার কথা লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, যা এখতিয়ার বহির্ভুত নয়। একজন সরকারি কর্মচারী ও BoQ কমিটির সদস্য হিসাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এ ধরণের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত করা তাঁর দায়িত্ব ছিল। Lot-B-এর ন্যায় একই ঋণ চুক্তির আওতায় Lot-A-এর ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়ায় আদালতের নির্দেশ তথা PPA-2006 ও PPR-2008 লংঘনের আশংকা এবং তা থেকে সুরক্ষার বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন মাত্র। এক্ষেত্রে তিনি অসংগত কারণ দেখানো কিংবা এখতিয়ার বহির্ভূত কোন বিষয়ের অবতরণা করেন নাই। তিনি আদালতের রায়, প্রযোজ্য আইন ও বিধি মেনে চলার চেষ্টা করেছেন বিধায় তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব কোনভাবেই অবহেলা করেন নাই মর্মে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর লিখিত বক্তব্যে জানান।

৩। বিভাগীয় মামলাটির অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন নাই মর্মে দাবী করলেও ১৮-২-২০১৩ তারিখের পত্রে লিখিতভাবে কমিটির দায়িত্ব পালন থেকে তিনি অব্যাহতি চেয়েছেন। তাঁর উক্ত তারিখের পত্রের শিরোনাম ছিল "Inability to continue the duties of the committee" এবং পত্রের শেষাংশে তিনি উল্লেখ করেছেন, "Undersigned is compelled to refrain from any participation in this committee". এ বিভাগীয় মামলার কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস প্রধানতঃ জাপানী দাতাসংস্থা জাইকার'র অর্থায়নে বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের Lot-B-এর বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা Lot-A-এর ক্ষেত্রেও বিবেচনায় নিয়ে কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, currency of payment পরিবর্তনের দাবি উত্থাপিত হওয়ায় বিষয়টি স্পষ্টিকরণের জন্য নির্দেশনা চেয়েছেন এবং এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কমিটির কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন মর্মে লিখিতভাবে জানান।

৪। বিভাগীয় মামলাটির কাগজপত্র পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, আালোচ্য প্রকল্পের LOT-B অংশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা দেয়া দেয়ায় বিষয়টি বিজ্ঞ আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত অংশের কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে LOT-B বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনার সাথে LOT-A-এর কোন সম্পৃক্ততা নেই। এ বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগেরও মতামত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, উক্ত প্রকল্পের LOT-A-এর চুক্তিমূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে currency of payment-এর বিষয়ে বিটিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত রয়েছে। সুতরাং, খসড়া চুক্তি ও BoQ প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসাবে এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে পত্র প্রদান অভিযুক্ত কর্মকর্তার এখতিয়ার বহির্ভূত, অসদাচরণের শামিল এবং এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

৫। যেহেতু, জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস, সহকারি প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (প্রশাসন), চলতি দায়িত্ব, ঢাকা টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (উত্তর), ঢাকা ২৩-৬-২০১৩ তারিখে জাইকা'র সহায়তায় বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের "LOT-A"-এর খসড়া চুক্তি ও BoQ প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে অপারগতা প্রকাশ করে উক্ত পদ হতে অব্যাহতি চেয়ে আহ্বায়ক, LOT-A BoQ committee-এর বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন; এবং

৬। যেহেতু, জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের অবতারণা করে ও অসংগত কারণ দেখিয়ে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন এবং এ ধরণের কর্মকান্ডের দ্বারা তিনি প্রশাসনিক বিধি লংঘন করেছেন; এবং

৭। যেহেতু, জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস যে সকল কারণ দেখিয়ে কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছেন, সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত বিষয়সমূহ বিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট; এবং

৮। যেহেতু, জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়সমূহের অবতারণা করে বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের " LOT-A" অংশের খসড়া চুক্তিপত্র ও BoQ প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে অব্যাহতি চেয়ে তাঁর উপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব পালন না করে বরং সরকারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

৯। এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস, সহকারি প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (প্রশাসন), চলতি দায়িত্ব, ঢাকা টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (উত্তর), ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিধিতে দোষী সাব্যস্তপূর্বক উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দন্ড প্রদান করা হলো।

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০২৩.১৩-৪৫৮—বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)-এর প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (চলতি দায়িত্ব) (কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংযুক্ত), ঢাকা জনাব মোঃ শাহীদুল আলম ইত:পূর্বে "ঢাকা শহরে পুরাতন ডিজিটাল টেলিফোন সিস্টেম (১,৭১০০০) প্রতিস্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় জাপানী দাতা সংস্থা জাইকা'র অর্থায়নে বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের LOT-A-এর খসড়া চুক্তি (draft contract) ও Bill of Quantity (BoQ) প্রণয়নকল্পে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্য-বিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে মনোনীত ছিলেন।

২। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম বিগত ২০-৬-২০১৩ তারিখে পরিচালক (সংগ্রহ), বিটিসিএল কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের LOT-A-এর খসড়া চুক্তিপত্র ও BoQ প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে পরিচালক (সংগ্রহ)-এর অফিসে জমা দেয়ার জন্য পত্র দেয়া হলে তিনি তাঁর ২৩-৬-২০১৩ তারিখের পত্রে আলোচ্য প্রকল্পের LOT-A-এর খসড়া চুক্তি ও BoQ প্রণয়নে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশ করে কমিটির আহ্বায়কের পদ থেকে অব্যাহতির জন্য লিখিতভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল-কে অনুরোধ জানান।

৩। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম-এর সরকারি দায়িত্ব পালনে অপারগতার বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেয়ার জন্য ২৭-৬-২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে বিটিসিএলকে বলা হলে বিটিসিএল-এর সদস্য (অর্থ) জনাব মোঃ বাহাদুর আলী তদন্তপূর্বক একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৪। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তিনি এখতিয়ার বহির্ভূত কতিপয় বিষয়ের অবতারণা করে ও অসংগত কারণ দেখিয়ে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে আহ্বায়কের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে প্রশাসনিক বিধি লংঘন করেছেন।

৫। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যাওয়ায় তাঁর এ ধরণের কার্যকলাপ সরকারি কাজে অবহেলা ও সরকারি আদেশ অমান্যের শামিল হিসাবে গণ্য করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৬। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ২৫,৭৫০-৩৩৭৫০ টাকার কর্মকর্তা হওয়ায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (পূর্বতন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) ১৭-৮-২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ০৫.১৮১.০২২.০০.০০.০০৩.১৯৯৮-২৮০ এর বিধান অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর দায়ে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) ধারা মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত" বা অন্য কোন দন্ড কেন প্রদান করা হবে না, সে মর্মে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক ১৯-৯-২০১৩ তারিখে তাঁকে কারণ দর্শানো হয় এবং ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে জবাবদানের জন্য আরও ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় মঞ্জুর করা হয়।

অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহীদুল আলম ৩-১১-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬-১১-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষে জনাব সৈয়দ আলী আহসান, প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (নিঃ ও পঃ), বিটিসিএল উপস্থিত ছিলেন।

৭। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল বরাবর বিগত ২৩-৬-২০১৩ তারিখে প্রেরিত পত্রে তিনি নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) টি বিষয় উত্থাপন করেন ঃ

(ক) ৯১তম BoD সভায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের লট-এ এবং লট-বি-এর সম্পৃক্ততার বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের স্পষ্টিকরণ সংগ্রহের জন্য বিটিসিএলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর আলোকে BoD'র কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি;

(খ) ৯০তম BoD সভায় আলোচ্য প্রকল্পের লট-এ-এর ফরেন কারেন্সি পরিশোধের জন্য এমওপিটি'র অনুমোদন নেয়ার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এমওপিটি'র পত্রানুযায়ী দেয়া যায়, বিষয়টি এমওপিটি'র কর্মানুগ নয় এবং বিষয়টি বিটিসিএল করতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেছে। ৯১তম BoD সভায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই;

(গ) আলোচ্য প্রকল্পের লট-এ-এর কাজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ BoD। কোন কারেন্সিতে চুক্তিমূল্য পরিশোধ হবে তথা চুক্তিমূল্য কি হবে, সে ব্যাপারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন পাওয়া যায় নাই।

৮। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম তাঁর ৩-১১-২০১৩ তারিখে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্য উল্লেখ করেন যে, তিনি কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে প্রাপ্ত তথ্য ও নির্দেশনা অনুযায়ী স্বল্পতম সময়ের মধ্যে draft contract ও MoU প্রণয়ন এর কাজ সম্পন্ন করেছেন। তিনি ১৪-২-২০১৩ তারিখে draft contract ও ১৭-২-২০১৩ তারিখে MoU স্বাক্ষর করে ১৮-২-২০১৩ তারিখে পরিচালক (সংগ্রহ)-এর অফিসে জমা প্রদান করেন। তিনি লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, ২৪-৬-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত MoU-এর "BoQ modification"-এ উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী successful bidder কর্তৃক কোন detailed survey report কমিটির নিকট উপস্থাপন না করায় BoQ চূড়ান্ত করে জমা দেয়া সম্ভব হয় নাই। এছাড়া, বিটিসিএল হতে currency of payment সংক্রান্ত কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয় নাই।

৯। জনাব শাহীদুল আলম তাঁর লিখিত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন যে, বিগত ১২-৬-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯১তম BoD সভায় currency of payment সম্পর্কে আলোচনায় শুধুমাত্র "noted" উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। অধিকন্তু, পরিচালনা পর্ষদ এ প্রকল্প সংক্রান্ত দু'টি রীটের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায়ের সঙ্গে "লট-এ" ও "লট-বি"-এর কার্যক্রমের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে স্পষ্টিকরণের জন্য এমওপিটি-কে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। টেন্ডার ডকুমেন্টের volume-3, section-IX, chapter-1, clause-6.2 মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিটিসিএল-এর BoD-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১০। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রাথমিক তদন্তে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, জনাব মোঃ শাহীদুল আলম, প্রধান কর্মধ্যক্ষ (চলতি দায়িত্ব) ও সাবেক প্রকল্প পরিচালক, ১৭১ কেএল প্রকল্প তাঁর অব্যাহতির আবেদন পত্র আরওডিটিএস (১৭১ কেএল) প্রকল্প/BoQ-TNDP/2012-13, তারিখ ২৩-৬-২০১৩-এর "ক" অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন, তা একান্তই বিটিসিএল mamagement-এর বিবেচ্য বিষয়। BoQ কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে তিনি এ বিষয়টি অবতারণা করেছেন, যা তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত।

তদন্ত কর্মকর্তা আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পত্রের "খ" অনুচ্ছেদে এমওপিটি-এর যে পত্রের উল্লেখ করেছেন, তার কোন অনুলিপি BoQ কমিটির আহবায়কের নিকট অর্থাৎ জনাব মোঃ শাহীদুল আলম-এর নিকট কার্যার্থে প্রেরণ করা হয় নাই। ফলে এ

বিষয়টিও তাঁর পত্রে উল্লেখ করে এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন। অধিকন্তু, বিগত ২০-৬-২০১৩ তারিখের পত্র নং DP/F-4/IT/JICA/Tender(LOT-A)/2011-2012/অংশ-২/২১৫-এর মাধ্যমে LOT-A-এর চুক্তিমূল্য পরিশোধের বিষয়ে বিটিসিএল mamagement কর্তৃক BoQ কমিটির আহবায়ককে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এরূপ দিক-নির্দেশনার পরও জনাব মোঃ শাহীদুল আলম কর্তৃক "খ" অনুচ্ছেদের মাধ্যমে অবতারণাকৃত বিষয়টি সম্পূর্ণ তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত। তদন্ত কর্মকর্তা আরও উল্লেখ করেছেন যে, LOT-A-এর ক্ষেত্রে currency of payment-এর বিষয়ে বিটিসিএল mamagement-এর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদানের পর তাঁর পত্রের "গ" অনুচ্ছেদে চুক্তিমূল্য পরিশোধের currency-এর বিষয়ে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ তথা BoD-এর অনুমোদনের বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন।

১১। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম-এর বিরুদ্ধে জারিকৃত অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, জাপানী দাতা সংস্থা JICA-এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের সুবিধার্থে "LOT-A" ও "LOT-B" নামে দু'টি অংশে বিভক্ত করে প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে "LOT-B" এর ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় বিষয়টি বিজ্ঞ আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত অংশের কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। "LOT-B" বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনার সাথে "LOT-A" এর কোন সম্পৃক্ততা নেই। এ বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগেরও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের "LOT-A" এর চুক্তিমূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে currency of payment-এর বিষয়ে বিটিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের সুস্পষ্টই সিদ্ধান্ত রয়েছে। জনাব মোঃ শাহীদুল আলম তাঁর ২৩-৬-২০১৩ তারিখের পত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ BoD-এর অনুমোদন পাওয়া যায় নাই মর্মে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তা তথ্যভিত্তিক নয়। সর্বোপরি তাঁর ২৩-৬-২০১৩ তারিখের পত্রে যে ৩ (তিন) টি বিষয় উত্থাপন করে অব্যাহতি চেয়েছেন, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত এবং তাঁর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

১২। যেহেতু, মোঃ শাহীদুল আলম, প্রধান কর্মধ্যক্ষ (চলতি দায়িত) (কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংযুক্ত), বিটিসিএল, ঢাকা ২৩-৬-২০১৩ তারিখে জাইকা'র অর্থায়নে বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের "LOT-A" এর খসড়া চুক্তি ও BoQ প্রণয়ন কমিটির আহবায়ক হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে অপারগতা প্রকাশ করে উক্ত পদ হতে অব্যাহতি চেয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল-এর বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন; এবং

১৩। যেহেতু, জনাব মোঃ শাহীদুল আলম এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের অবতরণা করে ও অসংগত কারণ দেখিয়ে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন এবং এ ধরণের কর্মকান্ডের দ্বারা তিনি প্রশাসনিক বিধি লংঘন করেছেন মর্মে প্রাথমিক তদন্তে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মন্তব্য করা হয়েছে; এবং

১৪। যেহেতু, জনাব মোঃ শাহীদুল আলম যে সকল কারণ দেখিয়ে কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছেন, সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত বিষয়সমূহ বিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা জনাব মোঃ শাহীদুল আলম-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়; এবং

১৫। যেহেতু, জনাব মোঃ শাহীদুল আলম তাঁর এখতিয়া বহির্ভূত বিষয়সমূহের অবতারণা করে বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের "LOT-A" অংশের খসড়া চুক্তি ও BoQ প্রণয়ন কমিটির আহবায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে অব্যাহতি চেয়ে তাঁর উপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব পালন না করে বরং সরকারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৬। এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোঃ শাহীদুল আলম প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (চলতি দায়িত) (কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংযুক্ত), বিটিসিএল, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিধিতে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার (censure)" দন্ড প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
সচিব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
(আইসিটি-২ শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৯ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩(অংশ-১)-১৬৩—"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৩" এর অনুচ্ছেদ ১১ এর (খ) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে এওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/মন্ত্রণালয়	মন্তব্য
(১)	জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান, সচিব	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, যুগ্ম সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	বেগম জিকরুর রেজা খানম, যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	জনাব গাজী মিজানুর রহমান, যুগ্ম-সচিব (আইসিটি)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) কমিটি বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা হতে ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রাপ্তির তালিকা চূড়ান্ত করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মনে করলে এই কমিটি কোন কেইস বাছাই কমিটির পুনর্বিবেচনার জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

(খ) কমিটি বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোদের বিমান ভাড়া ও দেশভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করবে।

(গ) কমিটি আবেদনকারীর বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ অপ্রতুল বিবেচিত হইলে প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে তাহাকে বা তাহাদেরকে অন্য কোন উৎস হতে আংশিক খরচ মিটানোর অনুমতি প্রদান করবে।

(ঘ) ফেলোশিপ নবায়ন বিষয়ে অনুমোদন করবে।

নং ৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩(অংশ-১)-১৬৪—"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৩" এর অনুচ্ছেদ ১১ এর (ক) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/মন্ত্রণালয়	মন্তব্য
(১)	জনাব গাজী মিজানুর রহমান, যুগ্ম-সচিব (আইসিটি)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(২)	ডঃ মোঃ সাইদুর রহমান অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩)	ড. মুহম্মদ ইব্রাহিম খান, ডীন, তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল অনুষদ এবং অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৪)	ড. কামরুল হাসান তালুকদার অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল ডিসিপ্লিন	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ মতিউর রহমান, উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	জনাব এস. এম. মাহফুজুল হক, পরিচালক (উপসচিব)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	জনাব তারেক এম বরকতউল্লাহ, পরিচালক (ডাটা সেন্টার)	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
(৮)	জনাব মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান ভূঁইয়া আইটি ইঞ্জিনিয়ার (উপ-পরিচালক), আইএমসিটি	বিশ্ববিদালয় মঞ্জুরী কমিশন	সদস্য
(৯)	জনাব এম রাশিদুল হাসান, যুগ্ম মহাসচিব	বেসিস	সদস্য
(১০)	জনাব এস, এম, মাসুদুর রহমান, উপ-সচিব (আইসিটি)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণপূর্বক ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করবে।

(খ) কমিটি বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে এওয়ার্ড কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করতে পারবে।

নং ৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩(অংশ-১)-১৬৫—"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৩" এর অনুচ্ছেদ ১১ এর-(গ) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/মন্ত্রণালয়	মন্তব্য
(১)	ডঃ মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অধ্যাপক, কম্পিউটার কৌশল বিভাগ	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	আহবায়ক
(২)	ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, ভাইস চ্যান্সেলর ও ডীন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, যুগ্ম-সচিব (সংস্থা প্রশাসন)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	ড. সুরাইয়া পারভীন, অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫)	ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	বুয়েট	সদস্য
(৬)	ড. মোঃ শহীদ উজ জামান, অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৭)	বেগম ইভা মেরিয়ন, সিস্টেমস এনালিষ্ট	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	সদস্য
(৮)	জনাব এস, এম, মাসুদুর রহমান, উপ-সচিব (আইসিটি)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) কমিটি ফেলোশিপ অথবা অনুদানপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়ন করবে এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপ অথবা অনুদান নবায়ন অথবা প্রয়োজনে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করবে।

(খ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আহ্সান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সড়ক বিভাগ
সম্পত্তি শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৯ ডিসেম্বর ২০১৩/২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৭.০০৪.১৩(অংশ-১)-৩৯৬—সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম জোনের অধীন চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা (বরকল ঘাট) সড়কের (জেড-১০৪০) নাম পরিবর্তন করিয়া "বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মুরিদুল আলম" এর নামে সরকার নামকরণ করিলেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

তারিখ, ১১ ডিসেম্বর ২০১৩/২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৭.০০৪.১৩(অংশ-১)-৩৯৮—সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন রাংগুনিয়া-বাঙ্গালহালিয়া (সুখবিলাস) (কালিন্দিরানী) সড়কের (জেড-১৬৩৬) ১০ম কিলোমিটারে অবস্থিত শীলক নদীর ওপর নির্মাণাধীন ১১২.৬১ মিটার দীর্ঘ রাজারহাট সেতুর নাম "এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদার সেতু" নামে সরকার নামকরণ করিলেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম জিলানী
সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ নভেম্বর ২০১৩/১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২০

নং শিম/শাঃ৭/৪(বিভাগীয় মামলা)-২৮/২০০৬/৬১১—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুল খায়ের তালুকদার, প্রভাষক (সমাজকল্যাণ) (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত) পরবর্তিতে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কে বিভাগীয় মামলা দায়ের করে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১-৪-২০০৮ তারিখের ৪০৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে চাকুরি থেকে অপসারণ (Removal from service) করা হয়। অতঃপর উক্ত কর্মকর্তা দন্ডাদেশ পুর্নবিবেচনার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির বরাবর আবেদন করলে এ মন্ত্রণালয়ের ২৯-৪-২০০৯ তারিখের ৪০১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তার অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্যসহ ৩ (তিন) টি Increment স্থগিত করে তাকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হয়। পরবর্তিতে এ মন্ত্রণালয়ের ২৩-৫-২০১০ তারিখের ৩৫২ সংখ্যক স্মারকমূলে তাকে সমায়িক বরখাস্তকালীন (২৪-১২-২০০৬ হতে ৩১-৩-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত) এবং তার চাকুরি হতে অপসারণ ও পুনর্বহাল পর্যন্ত সময় (১-৪-২০০৮ হতে ২৮-৪-২০০৯) তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত দন্ডাদেশ পুনর্বিবেচনার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকায় এ.টি মামলা নং ২৫৬/২০০৮ দায়ের করেন। উক্ত এ.টি মামলায় ২৯-৫-২০১১ তারিখের ঘোষিত রায়ে পূর্বোক্ত ২৯-৪-২০০৯ তারিখের বিরোধীয় আদেশ রদ ও রহিত করে চাকুরিতে অনুপস্থিতিকাল ২৫-৬-২০০৫ হতে ২৮-৮-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত অসুস্থ থাকাকালীন সময়কে বাদীর প্রাপ্যতা অনুযায়ী অর্জিত ছুটি হিসেবে গণ্য করার জন্য এবং ছুটি পাওনা না থাকলে অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত রায়ের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত নেয়া হয়;

যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুযায়ী তার অসুস্থ থাকাকালীন চাকুরিতে অনুপস্থিতকাল ২৫-৬-২০০৫ তারিখ হতে ২৮-৮-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্যতা অনুযায়ী অর্জিত ছুটি গণ্য করা ও অর্জিত ছুটি পাওনা না থাকলে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি গণ্য করা ও সাময়িক বরখাস্তকাল ২৪-১২-২০০৬ তারিখ হতে ৩১-৩-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত তার চাকুরি হতে অপসারণ ও পুনর্বহাল পর্যন্ত সময়কাল ১-৪-২০০৮ তারিখ হতে ২৮-৪-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা এবং স্থগিতকৃত ৩টি ইনক্রিমেন্ট উত্তোলনের অনুমতিসহ তার চাকুরির ধারাবাহিকতা ও জ্যেষ্ঠতা রক্ষার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সেহেতু, জনাব মোঃ আবুল খায়ের তালুকদারকে অসুস্থ থাকাকালীন চাকুরিতে অনুপস্থিতকাল ২৫-৬-২০০৫ তারিখ হতে ২৮-৮-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্যতা অনুযায়ী অর্জিত ছুটি গণ্য করা ও অর্জিত ছুটি পাওনা না থাকলে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি গণ্য করা, তার সাময়িক বরখাস্তকাল ২৪-১২-২০০৬ তারিখ হতে ৩১-৩-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত চাকুরি হতে অপসারণ ও পুনর্বহাল পর্যন্ত সময়কাল (১-৪-২০০৮ হতে ২৮-৪-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত) কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হলো এবং তার স্থগিতকৃত ৩ টি ইনক্রিমেন্ট উত্তোলনের অনুমতিসহ চাকুরির ধারাবাহিকতা ও জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২০/১২ ডিসেম্বর ২০১৩

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৬/২০১৩/২৮২—যেহেতু, জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, গলাচিপা, পটুয়াখালী (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বেতাগী, বরগুনা)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) এবং ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৬/২০১৩/২০১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, গলাচিপা, পটুয়াখালী (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বেতাগী, বরগুনা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ পৌষ ১৪২০/১৫ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৩৮.০০৮.০৩৪.০০.০০.০০১.২০০৪-৬৫৬—চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার 'খোয়াজনগর রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এর নাম পরিবর্তন করে 'খোয়াজনগর আজিম আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামকরণ করা হল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাজরীন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যালয়-২)।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ চৈত্র ১৪২০/০৯ এপ্রিল ২০১৪

নং ১৩.০০.০০০০.০২২.৩২.০০২.১০-১৮১—আর্দিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮-২-২০১৩ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫.০২.০০.০৩১.২০০৩(অংশ-১)-৫০ নং স্মারক, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখার ৩১-১২-২০১৩ তারিখের ০৭.১৫৬.০১৫.০২.০৩.০১.২০১২-৭৫৭ নং স্মারক অনুযায়ী এবং ১৬-০৩-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ৮ম সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক ও সমমানের ১৬৬৭টি পদ এবং সাইলো সুপারভাইজারদের ৬৯টি পদকে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদানসহ বেতনস্কেল নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৫	জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯
(১)	খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান	১৬৬৭	৫১০০—১০৩৬০	৮০০০—১৬৫৪০
(২)	সাইলো সুপারভাইজার	৬৯	৫১০০—১০৩৬০	৮০০০—১৬৫৪০

শর্তসমূহ

(১) এ সকল পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ফিডার পদের ন্যূনতম যোগ্যতা এইচএসসি পাশ থাকার শর্ত রাখতে হবে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ যোগ্যতা হবে ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী।

(২) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করতে হবে। উক্তরূপ সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুযায়ী যথাযথ পদ্ধতিতে ন্যূনতম এসএসসি পাসধারীদের বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক পদায়নের মাধ্যমে ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা কার্যকর করতে হবে।

২। এ বাবদ যাবতীয় ব্যয় অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের বরাদ্দকৃত কোড নং ০৩-৪৮৩৩-০০০০-এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোড সম্বলিত খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে মিটানো হবে।

মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন
সিনিয়র সহকারী সচিব (সঃ প্রঃ)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২ (অপারেশন)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১০ চৈত্র ১৪২০/২৪ মার্চ ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৪.০০৭.১২-৫৮—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে.এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	সিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	জঙ্গলবাড়ী	৩২৪	৪৯	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(২)	জাগির পুস্করনি	৩৯৪	৪৫	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৩)	সূর্য্য নগর	৩৫৭	৩২	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৪)	ধনঞ্জয়নগর	২৯৩	১৭৮	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৫)	সূর্য্যনগর	৩৫৫	৯৪	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৬)	কামাল্লা	৩৬৩	৩০	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৭)	তেলী কোনা	২৯৪	১২৩	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৮)	বলরামপুর	৩৩৯	১৩৮	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৯)	বারাইপুর	১৯৬	১৮১	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(১০)	মণিপুর	৫৪	১৬৭	০১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(১১)	রণপাগল	৪৪	২৬	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১২)	পূর্ব্বলক্ষীপুর	৫২	৬৩৮	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৩)	হারসার	৮৯	১০০	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৪)	নোয়াদ্দা	১০২	১৩১	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৫)	দোহাইতারকা	১০৪	২২৯	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৬)	বিহারমন্ডল	১০৫	১০২৬	০২	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৭)	রাধানগর	১১২	৪৮০	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৮)	ক্ষীরাইকান্দি	১১৮	৩৯৭	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(১৯)	সাইতলা	১১৯	৭৪১	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(২০)	বাঘমারা	১৩৯	৪৪১	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(২১)	জাফরপুর	১৪২	৫৯	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(২২)	কুরাখাল	৮১	৩৭৭	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(২৩)	দুয়ারিয়া	৭৭	৬৯৬	০১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
(২৪)	উত্তর বদরপুর	৫৪	২১৯	০১	চান্দিনা	কুমিল্লা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

(২৫)	বায়েক	১৩২	৫৮৪	০১	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
(২৬)	কুইয়াপানিয়া	৭১	১৭৯	০১	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার
সহকারী সচিব।